দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

239

শিক্ষাঙ্গনে

নেত্রকোনা সরকারী কলেজের সমস্যা

নেত্রকোনা সরকারী কলেজটিতে বর্তমানে চৌদ্দটি বিষয়ে ১৪ জন সহযোগী অধ্যাপকের অনুমোদিত পদ থাকলেও এ কলেজে বর্তমানে একজনও সহযোগী অধ্যাপক নেই। বিভিন্ন বিষয়ের পদ অনুযায়ী ৫৯ জন অধ্যাপক থাকার কথা। রয়েছে মাত্র ২৮ জন। বাকী ৩১টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে লেখাপড়া ভালোমত হচ্ছে না। এ ছাড়া কলেজটির ডিগ্রী সেকশনের অস্তিত্ব লোপ পেতে চলেছে। এখানে ছাত্র/ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল ঃ মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার প্রত্যেকটি বিভাগের কমপক্ষে একটি বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স খুলতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রণালয় দু'বছর আগে বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে অনার্স কোর্স খোলা তো দূরের কথা, পাস কোর্সই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী (পাস) কোর্স ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিষিদ্ধ করেছেন। এ কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবছর ডিগ্রী (পাস) কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রেখেছেন। এছাড়া গত বছর যেসব ছাত্র/ছাত্রী বিএ, বিকম ও বিএসসি কোর্সে ভর্তি হয়েছিল তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ চিঠি লিখেও কোন প্রতিকার করতে পারেননি। শিক্ষক নিয়োগের কোন উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না।

সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক সমস্যা সাধারণভাবেই অত্যন্ত প্রকট। বিভিন্ন পদমর্যাদার অসংখ্য শিক্ষকের পদ খালি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন জরুরী ভিত্তিতে পদগুলো পূরণ করার ব্যাপারে গরজ দেখাচ্ছে না। প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার ব্যবসথা করলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারতো। উচ্চতর পদগুলো শূন্য পড়ে থাকছে, সময়মতো পদোন্নতির অভাবে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব নেই। পদও খালি আছে, অথচ পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

পদ্ধতিগত জটিলতা এবং মন্ত্রণালয় ও মহা-পরিচালকের দপ্তরে বিরাজমান অবস্থাই এ জন্য মূলতঃ দাবী। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। ডিগ্রী কলেজ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হচ্ছে এবং শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। বিষয়টির সুরাহা হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

—এমারত হোসেন